

অধ্যায় ১১

এশিয়ার কয়েকটি দেশ

আলোচ্য বিষয়াবলি

- বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও চীনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক
- বাংলাদেশের সঙ্গে জাপান, কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা সম্পর্ক।

এক নজরে অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে কোনোটি বেশ উন্নত আবার কোনো কোনোটি তত উন্নত নয়। বাংলাদেশের মতো মধ্যম আয়ের এবং উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে পড়ে সেগুলো। তবে জনগণের জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক থেকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। এশিয়ার বহু দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের রয়েছে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, শিল্প, প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ক আছে।

অধ্যায়ের শিখনফল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সঙ্গে জাপানের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সঙ্গে কোরিয়ার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সঙ্গে মালয়েশিয়ার বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারব।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি—এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি ছুঁল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ডরাট কর :

- কুচিং কোন দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর?
ক কোরিয়া খ ভারত
গ জাপান ঘ মালয়েশিয়া
- জাপানের জলবায়ুতে পরিলক্ষিত হয়—
i. মৌসুমি বায়ুর প্রভাব
ii. অর্ধতাপূর্ণ গ্রীষ্মকাল
iii. বৃষ্টিবহুল শীতকাল
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
- শিল্পোদ্যোক্তা জনাব আদনান পূর্ব এশিয়ার শিল্পনির্ভর একটি দেশ পরিদর্শনে যান। দেশটি সমুদ্রবেষ্টিত। দেশটির জাতিগত ধর্ম সিটো।
- জনাব আদনান কোন দেশ পরিদর্শনে যান?
ক ভারত খ জাপান
গ চীন ঘ মালয়েশিয়া

৪. আদনানের দেখা দেশটি শিল্পনির্ভর হওয়ার কারণ হচ্ছে—

- উন্নত জীবনযাত্রা
 - খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য
 - উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর প্রভাব
- নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ প্রশ্ন ১। অনিন্দ্য গ্রীষ্মের ছুটিতে মা-বাবার সাথে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী একটি দেশে যায়। দেশটির উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালা। দেশটি প্রাচীন শিল্পকলা ও সভ্যতাসমৃদ্ধ।

- ক. মালয়েশিয়ার রাজধানীর নাম কী? ১
- খ. বহুজাতি দেশ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. অনিন্দ্যের ভ্রমণকৃত দেশটির সাথে বাংলাদেশের জলবায়ুর সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. অনিন্দ্যের ভ্রমণকৃত দেশের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মালয়েশিয়ার রাজধানীর নাম কুয়ালালামপুর।

খ. সাধারণত বহুজাতি দেশ বলতে বোঝায় যে দেশে বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। যেমন— ভারত ও চীন। ভারতে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈনসহ বহু ধর্মের লোক বাস করে। এছাড়া চীনেও বহুজাতি বা সম্প্রদায়ের লোক বাস করে।

গ. উদ্দীপকের অনিন্দ্য গ্রীষ্মের ছুটিতে তার মা-বাবার সাথে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যায়। যার উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালা অবস্থিত। নিচে বাংলাদেশের জলবায়ুর সাথে অনিন্দ্যের ভ্রমণকৃত দেশ তথা ভারতের জলবায়ুর সাদৃশ্য তুলে ধরা হলো—

১. বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। অর্থাৎ এখানে গরমকালে গরম এবং শীতকালে শীত কোনোটাই তীব্র নয়।
২. বাংলাদেশে ও ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লক্ষ করা যায় এবং এর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
৩. বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে উভয় দেশেই ভালো ফসল ফলে। আবার প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে দুই দেশেই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে।
৪. ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই নদীমাতৃক।

ঘ. উদ্দীপকের অনিন্দ্য গ্রীষ্মের ছুটিতে তার মা-বাবার সাথে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ভারতে ভ্রমণ করে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেকোনো দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মূল কাজই হলো বিদেশি দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। আর ভারত যেহেতু আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ, সেজন্য এ রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত আবশ্যিক। অনিন্দ্যের ভ্রমণকৃত দেশটি অর্থাৎ ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জনে বিশেষ সহযোগিতা করেছিল। এছাড়াও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারতের সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি ভারত বাংলাদেশের সুখে-দুঃখে পাশে অবস্থান করেছে বিধায় তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রক্ষা করা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

১ প্রশ্ন ২ | ঘটনা-১ : জনাব সফিউল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে বেড়াতে গিয়েছেন। সমুদ্রবেষ্টিত দেশটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। দেশটি দ্বীপপ্রধান হলেও চারটি দ্বীপই অর্থনীতির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখছে।

ঘটনা-২ : জনাব কবীর দীর্ঘদিন যাবৎ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে কর্মরত আছেন। দেশটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক জনবহুল দেশ হলেও অর্থনৈতিকভাবে বেশ সমৃদ্ধ।

- ক. পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বতমালার নাম কী? ১
- খ. ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব সফিউলের বেড়াতে যাওয়া দেশটির জলবায়ু কেমন? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. ঘটনা-১ ও ঘটনা-২-এর দেশ দুটির অর্থনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বতমালা হলো হিমালয় পর্বতমালা।

খ. ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশ বলা হয়। কেননা এখানে পাঁচ হাজার বছর আগের সভ্যতার নিদর্শনও পাওয়া গেছে। আর সেগুলো হলো— দক্ষিণ ভারতে অজন্তা পর্বতগুহার চিত্রকর্ম, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অজস্র প্রাচীন মন্দির ও ভাস্কর্য, আগ্রার তাজমহল, দিল্লির কুতুব মিনার, লালকেলা প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় বহন করে। শুধু তাই নয়, প্রাচীনকাল হতে বহুশিল্পের জন্যও ভারতের ব্যাপক সুনাম রয়েছে।

গ. জনাব সফিউল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে বেড়াতে গিয়েছে। যার চতুর্দিক সমুদ্রবেষ্টিত; কিন্তু দেশটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। আর সেই দেশটির নাম হলো জাপান।

জাপানের জলবায়ু উষ্ণমন্ডলীয়। এখানকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব স্পষ্ট। গ্রীষ্মকালে আবহাওয়া আর্দ্র এবং শীতের তীব্রতাও কম। ছোটবড় প্রায় চার হাজার দ্বীপ নিয়ে এ রাষ্ট্রটি গঠিত। এর মধ্যে চারটি প্রধান দ্বীপ হলো— হোক্কাইডো, হনসু, শিকোকু এবং ক্যুশু। মৌসুমি জলবায়ু প্রবাহিত বিধায় এ অঞ্চলে কখনো শীত কখনো গরম অনুভূত হয়। এ অঞ্চলের জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে কিছু কৃষিপণ্য উৎপাদন হয়ে থাকে। সেগুলো হলো— ধান, গম, বার্লি, সয়াবিন, মিষ্টি আলু, আখ, বিট, আপেল ও আঙুর।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ জাপানের কথা বলা হয়েছে। কেননা জাপানের চতুর্দিক সমুদ্রবেষ্টিত; কিন্তু দেশটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। আর ঘটনা-২ এ পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিক জনবহুল দেশ চীনের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

জাপানের প্রধান শিল্প হচ্ছে— লোহা ও ইস্পাত, ইলেকট্রনিক্স, জাহাজ ও গাড়ি নির্মাণ, বস্ত্র, কলকবজা, ওষুধ, বিদ্যুৎ সামগ্রী এবং বিভিন্ন প্রকার ভারি যন্ত্রপাতি। শিল্পে জাপান বিশ্বের শীর্ষস্থানে রয়েছে। দেশটির অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হলো শিল্প। দেশটিতে প্রচুর খনিজ সম্পদও রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, পেট্রোলিয়াম, সীসা, সোনা, রূপা প্রভৃতি।

অন্যদিকে, চীনের অর্থনীতি এখন প্রধানত কৃষিনির্ভর। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধানই প্রধান। দেশটির প্রধান শিল্প লৌহ, ইস্পাত, রেশম, সার, যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, কাগজ, চিনি, ওষুধ প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের দিক থেকেও চীন অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। দেশটির ভূগর্ভে রয়েছে মূল্যবান খনিজ সম্পদ যেমন— পেট্রোলিয়াম, আকরিক লৌহ, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, স্বর্ণ, কয়লা প্রভৃতি। এর বনভূমিতে রয়েছে ৩২ হাজারেরও বেশি উন্নত প্রজাতির উদ্ভিদ ও সাড়ে ১১শ প্রজাতির পাখি।